প্রাক্‌কথন

জন্ম থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত গ্রামীণ পটভূমিতে আমার চলার পথ শুরু। সেই পথ ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে বাংলা অনার্স পড়ার মধ্য দিয়ে এবং লোকসাহিত্য বিশেষ পত্র নিয়ে এম.এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে। লোকসাহিত্য নিয়ে পড়ার সুবাদে লৌকিক ছড়ার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করি এবং ছড়া নিয়ে গবেষণা করার প্রবল উৎসাহ নিয়ে হাজির হই অধ্যাপক উৎপল মন্ডল মহাশয়ের কাছে। তখনই তিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখান অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া নিয়ে।

প্রাথমিক পর্বে গবেষণা কর্মটির বিষয় ও নামকরন নির্বাচন নিয়ে যখন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম ঠিক সেই সময় এই শিরোনামটি নির্বাচন করে এবং বিষয়বস্তু ঠিক করে গবেষণার সলতে পাকানোয় যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উৎপল মন্ডল মহাশয়। তাঁরই নির্দেশে আমার গবেষণার প্রয়াসে উঠে আসে অন্নদাশঙ্করের ছড়ার রসগ্রহীতা এবং উঠে আসে সামাজিক জীবনের বিন্যাস, ঐতিহাসিক পটভূমি, অর্থনৈতিক জীবন চিত্র, মানব মহিমা, সনাতন ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয় বৈচিত্র্য। আর এগুলি ছড়ায় উঠে এসেছে লৌকিক ছড়ার আদলে কিন্তু আধুনিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে। ছড়ার মাধ্যমে অন্নদাশঙ্কর অনায়াসে রূপ দিয়েছেন উপলব্ধ জীবন ও স্বপ্নলব্ধ সৌন্দর্যকে। জনগণের জীবনের প্রতিফলনের জন্য লোকগত শিল্পের বাহনকে নিয়ে হাজির করেছেন বাংলা সাহিত্যে। যুক্তিবাদী অন্নদাশঙ্কর নতুনের জন্য নব্য-অভিযানকে আধুনিক ভাবনায় আদর্শবাদী করে তুলেছেন পুরাতন ঐতিহ্যের আড়ালে। আর পুরানো ঐতিহ্যকে অটুট রেখেও অন্নদাশঙ্করের ছড়া কিভাবে আধুনিক হয়ে উঠেছে এবং তার বিশেষত্ব কোথায়, কোথায় বা ছড়ার আঙ্গিকগত দিকটিও বজায় রয়েছে - সমস্ত দিকগুলি আমার গবেষণা কর্মে উঠে এসেছে।

গবেষণা শুরুর দিকে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় বেশ বিপাকে পড়েছিলাম। পরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষাদরদী উপকারী কৃতি মানুষদের সহযোগিতায় গবেষণাটি আপাতত একটি নিটোল রূপ পেয়েছে। যার কাছে যে সাহায্য চেয়ে এগিয়ে গেছি তাই পেয়েছি। অনেকের মুক্তি ভিক্ষাতেই পরিপূর্ণ হয়েছে আমার গবেষণার ঝুলি। গবেষণা কর্মটির সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত যিনি উৎসাহ দিয়ে আমার ভুল ভ্রান্তি গুলিকে শুধরে দিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধের অধ্যাপক উৎপল মন্ডল মহাশয়। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক - অধ্যাপিকা মহোদয়গণ। এরপর যাঁদের আত্মবিশ্বাস ও ভরসায় গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি - আমার সেই সকল শিক্ষক মহাশয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রেজাউল করিম, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রকাশ নায়েক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রীতা মোদক মহাশয়াকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণা কর্মে বিভিন্ন বিষয়ে সুমতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী ডঃ চৈতালি মুখার্জী, ডঃ সৈকত মণ্ডল, অমিত নন্দী, শুভময় কোনার প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্নদাশঙ্করের ছড়া সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা দিয়ে গবেষণায় সাহায্য করেছে আমার ভ্রাতৃসম উত্তম দাস এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বন্ধুগণ এহেসানুল্লা হক, ইউনিস মিএগ, তাপস মণ্ডল, প্রসেনজিত দাস, তুষান রায় এদের প্রত্যেকের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

শুধু বইয়ের সহযোগিতাই নয়, অন্তঃমূলে এই গবেষণাকর্মের মূল চাবিকাঠি আমার পরিবার। তাঁদের সকলের অবদান শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ করে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল অমিত কুমার গোস্বামীকে। দীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা কর্মটির পরিশেষে সকলের জন্য রইল আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শশীকান্ত সরকার
শশীকান্ত সরকার ৩/৬/২০১৭